প্রলাপ
তপন ভট্টাচার্য

ছটার মধ্যে আগুন ছিল
ছটার মধ্যে বর্ণ ছিল
ছটার মধ্যে আমিও ছিলাম
স্বভাব ছিল দাহ্য–
মাটির নিচে খনিজ ছিল
মাটির নিচে পানীয় ছিল
মাটির নিচে ছিলাম বীজে
এতো বলাই বাহ্য।
ঘুমিয়ে আছি দাবানলে
প্রকাশ্য হই ঝর্নাজলে
মর্ষকামী নদীর মত
শ্রাবণ মেঘে ভাসি,
মহড়া দিই স্বপ্ন দেখার,
গভীর রাতের গুপ্ত নেশার
মত্ত হয়ে প্রলাপ কথন
চলছে বারোমাস-ই

দারুজীবন
জলধি হালদার

আমার দারুজীবনের দুঃস্বপ্নে ভিড় করে আছে
সুন্দরের জন্মগত অন্ধকার
যার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো করে চিনি।

পাথরের শরীর নিয়ে সেই অন্ধকার
গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে প্রাচীনকাল থেকে জীবিত
যার সন্ধান কেউ জানে না।

অনাবিষ্কৃত ঝরনা নিয়ে এলে, প্রথমত
তার বাজপোড়া দরজা খোলা মুশকিল, কলিং বেল
বাজালে কিংবা জোরে ঠেলা দিলে অচেনা আলো ছিটকে বের হয়।

দ্বিতীয়ত, খুললেও ভেতরে এত ঝাপসা, কালিঝুলি ধুলো।
কুনো ব্যাঙ, পুরনো অস্তিত্বের এমন দাপট যে
চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, দেখা যাবে উদ্ভিদজগতের নিজস্ব শিকড়
কখনও শেষ না-হওয়া রাত ও বিরেতের মহাসঙ্গম
যেখানে একটু একটু করে আত্মীকরণ সহ গলে যাচ্ছি আমি...

শেষত, যদি বন্ধু হও, ফিরে গিয়ে রাষ্ট্রকে বলে দিয়ো না।
যেসব অসম্ভব নিয়ে রাষ্ট্র বুঝি তার সবটাই আমার অসহ্য–
পৃথিবীবাসের আরও কিছুদিন অন্ধকারটি লুকিয়ে থাকুক।

দাম্পত্য
অভিজিৎ সেনগুপ্ত

এখনও যাওনি তবে চলে নিরুদ্দেশে
আজও আছো, ঘরের ভিতরে আছো গুনগুন ভ্রমরের মতো
অন্ধকার রান্নাঘরের নীল আগুনে ধুয়েছ
টের পাই ঘুমচোখ পেয়ালা পিরিচে ঝনঝনি
চলে যাবে বলেছিলে শুভক্ষণ আসবে যখনই
এখনও যাওনি তবে সব ছেড়ে সব পথে শেষে।

এ-হৃদয় জ্যোৎস্নায় যায় তাই ভেসে
এখনও দাঁড়িয়ে থির বাসস্ট্যান্ডে তুমি
বাইরে কোথাও নয়, ভিতরে কোথও এক টার্মিনাসে যাবে বলে
অবিশ্বাস্য মনে হয় এ হেন মিলন সমাচার
আজ এই বিচ্ছেদের দেশে–
বৃষ্টিশব্দে জল পড়ে তোমার হাতের খোলা কলে
অশ্রুজলে নয় আর হৃদয়পিত্তল মাজা হবে
তোমার হাতের ওই বাসনকোসন ধোয়া জলে
ধোয়া হলে খাওয়ার টেবিলে এসে বসব দুজন
বহু পথ পরিভ্রমণের শেষে যেন তীর্থে পৌঁছুনোর মতো
আকাশ উজাড় করে উঠবে হেসে চিরচেনা পুরাতন চাঁদ–
পুরানো জ্যোৎস্না এসে ধুয়ে দেবে হৃদয়ের
অজ্ঞাতবাসের এক শতাব্দীর ক্ষত।

ক্রান্তিকাল
দেবদাস আচার্য

চৈত্রমাস
ডায়েরিতে লিখলাম
একটিই শব্দ
চলো...

মাস শেষ হলে যখন
শব্দটি প্রজাপতি হয়ে
ডায়েরির পাতা থেকে বেরিয়ে
উড়ে চলে যাবে

কোথায়?

ভাবা যাক
পৃথিবীর যা-কিছু সব যেখানে
চলে যায়, এবং
ফুরিয়ে যায়

চৈত্রের দিনগুলি, চলো
ফুরিয়ে যেতে হবে, চলো...

নতুন পাঠ
দেবদাস আচার্য

এলো অন্ধকার, রাত
এই মাঠ
নিষ্প্রভ
আলো হিমায়িত
কেউ জেগে নেই
রাত গাঢ় হয় যত
রং বদলে বদলে
অপরূপ হয়, বা
অরূপ হয়ে ওঠে

সবকিছুরই
এ প্রকার এক নিজস্ব
অরূপতা আছে
যখন সে ঘন হয়ে ওঠে

এ আমার নতুন পাঠ
এই পাঠই আমি এখন
আত্মস্থ করছি

ভালো-মন্দের ব্যাপার না

রঞ্জন ঘোষাল

দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না, ভালোমন্দের ব্যাপারও না–
বলছিলাম,
আমার সাধের ধুতি-চাদর, বিদ্যেসাগরী চটি কোথায় গেল?
এখানেই রাখা ছিল।
একটু বেরুনোর ছিল, কিন্তু ইয়ের ব্যাপার দেখুন,
কাপড়-চোপড় কপ্পুরের মত হাওয়া!

শেষমেষ একটা কাপ্রি, টি-শার্ট আর ফ্লোটার্স পরেই বেরুতে হল।
জায়গার জিনিসটি জায়গায় কেউ পাবে না,
আমাদের সংসারের এই এক ঢং হয়েছে এদানি।
না, না, মেজাজ খারাপ করছি কোথায়?
যাতনার কথা বলছিলুম আর কি।
বাড়িতে দু-দুটো পঞ্জিকা রাখি। গুপ্তপ্রেস আর বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-
দুটোই গায়েব।
মকর সংক্রান্তিটা কবে পড়েছে একটু জানবার ছিল,
জয়দেবের মেলায় যাওয়ার ব্যাপারে–
কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলেরা সব গুবলেট করে দিল–
সবাই অবশ্য ব্যাটাচ্ছেলে নয়–
আমার দুই কন্যা আর স্ত্রী-ও এর মধ্যে আছেন

আমার হাওড়া-হাটের গামছা, নিমের দাঁতন,
পানের ডিবে, কান-খুস্‌কি –সব একে একে হাপিশ হয়ে যাচ্ছে।
দাঁড়ান না,
এবার থেকে আমিও কিছু গ্যাঁড়াকল করব,
এ রকম মতলব একটা ভেঁজেছি–
এবার থেকে বাড়ির ছোটখাটো জিনিস আমিই হাওয়া করে দেব–
ধরুন, একদিন মেয়ের আইপডের ইয়ারফোন-দুটো,
ছেলের বাইকের চাবি একদিন, গিন্নির ওয়াকিং শু'র একপাটি,
খাবার টেবিল থেকে মেপ্‌ল সিরাপের বোতল একদিন হাওয়া হয়ে যাবে,
একদিন এসির রিমোট-খানা-
একদিন কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে বাড়িতে পার্টি দেব
আমার দেশ-গাঁয়ের বন্ধুরা সবাই এসে দুপুর দুপুর হাজির হবে,
আমি খালিগায়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাব,
আয় আয়, জুত হয়ে বোস দিকিনি সবাই–
আমি ফটাস বোতল খুলব, সবাইকে একনম্বরী বাংলার গেলাস সাজিয়ে দেব,
কাদা-চিংড়ির বড়া হবে সেদিন, আর পাঙ্গাস-মাছের ঝুরি,
সবাই আমরা খুব আমোদ করে নেব আর সেই কবেক্কার যুগের গানটান গাইব–
আই-পিটি-এ, হিমাংশু দত্ত, আর বটুকদার লেখা গান–
আমার বৌ, ছেলে, দুই মেয়ে এক্কেবারে ট্যান খেয়ে যাবে সেদিন
আমরা সোফার ওপরে পা মুড়ে বসব আর
ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে মুর্গির হাড়ের পাহাড় জমা করব,
কেউ কিছু বলুক দেখি।

শও দিন শয়তানের তো একদিন আমার–

বৌ এমনিতে ইয়ে কিছু নয়, কিন্তু রাজি হলে তবে তো!

বেশ করেছি

বিশ্বনাথ সামন্ত

বেশ করেছি, সব বেচেছি
বাঁচার তাগিদে।
শেষ সম্বল ভালোবাসা,
বেচবো নগদে।

টিপ দিয়েছি, সই করেছি
দু'পিঠ দলিলে
জানিয়ে সেলাম, সামিল হলাম,
মস্ত মিছিলে।

সুখের মুখে ছাই দিয়েছি
দুঃখের দায় ভাগ;
এই জীবনের প্রতি আমার
অন্য অনুরাগ;

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
আমার তাতে কি?
শূন্য ঘরে অন্ধকারে–
একলা বসেছি।

জল পড়ছে

বিশ্বনাথ সামন্ত

এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা!
সারাটা রাত জল পড়ছে; পাতা নড়ছে না।
অনেক শ্রাবণ পেরিয়ে গেল, উথালপাথাল ঝড়
গুঁড়িয়ে দিল বাঁশের বেড়া, উড়িয়ে নিল খড়।

আমি হলেম ছন্নছাড়া, ছেড়ে নিজের গ্রাম
ছিলাম হারু, হলাম হরেন– বদলে গেল নাম।
দুঃসময়ে শহর আমায় দিয়েছে আশ্রয়,
দু'তিন টাকার দিন মজুরি, আত্ম-পরিচয়।

অনেক দুঃখে রাতারাতি হলাম দেশান্তক,
রইল পড়ে বাস্তুভিটে, করুণ কুঁড়ে ঘর।
কাজের ফাঁকে যখন তখন উড়নচন্ডী মন,
সে সব স্মৃতি স্মরণ করে করছে জ্বালাতন।

আমের মুকুল, মহুয়া ফুল, রাতের ঝুমুর গান,
মরণ বাঁচন, নাড়ির বাঁধন, দেশে মাটির টান।
এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা।
সারা জীবন ঘুরে ঘুরেও শান্তি পেলাম না।